গাংনীতে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের কুপিয়ে জখম করলেন বিএনপি নেতা

মেহেরপুরের গাংনীতে ঘোষণা দিয়ে আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীদের কুপিয়ে জখম করার অভিযোগ উঠেছে বিএনপির এক নেতার বিরুদ্ধে। এ ঘটনায় সৃষ্ট সংঘর্ষে উভয় পক্ষের নারীসহ ১৩ জন আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে বেশ কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

আজ সোমবার দিবাগত রাত সাড়ে ৮টার দিকে গাংনী উপজেলার সাহারবাটি গ্রামে এ ঘটনা ঘটে। আহতদের উদ্ধার করে গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আহতদের মধ্যে সাহারবাটি গ্রামের কড়ইতলা পাড়া এলাকার ইমন আলীর স্ত্রী রিয়া খাতুন (৪০), তরিকুল ইসলামের ছেলে শরিফুল ইসলাম (৪৩), চাঁদ আলী মোল্লার ছেলে রফিকুল ইসলাম (৬০), মুন্তাজ আলী (৫০), নেঙ্গার আলীর ছেলে হামিদুল ইসলাম (৫০), মাঠপাড়া এলাকার আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে মিথুন হোসেন (৩০), সামসদ্দীনের ছেলে আইনাল হক (৫০), আনসারুল ইসলাম (৬৫) ও তার স্ত্রী শাহানারা বেগম (৬০) রয়েছেন। অপরদিকে হামলাকারী বিএনপি নেতা দবির হোসেনের ভাই আব্দুল খালেক ও আব্দুল মালেক আহত হয়েছেন।

বিএনপি নেতা দবির হোসেন জানান, বিগত ১৭ বছর ধরে স্থানীয় ইউপি সদস্য আওয়ামী লীগ নেতা আব্বাস আলী তাদের পরিবারের ওপর নির্যাতন-জুলুম চালিয়ে আসছিলেন। তারা তাদের গোয়ালের গরু পর্যন্ত নিয়ে গেছে এবং মাঠের ফসল তুলতে দেয়নি। তাই ‘মারের বদলে মার’ নেওয়া হয়েছে বলে তিনি দাবি করেন।

এদিকে ইউপি সদস্য ও আওয়ামী লীগ নেতা আব্বাস আলী জানান, ৫ তারিখের পর থেকেই দবির উদ্দীন তাদের কাছ থেকে বিভিন্ন সময়ে চাঁদা দাবি করে আসছিল। তারা বেশ কয়েকবার চাঁদা দিয়েছেন। আজ আবারও চাঁদা চেয়ে না পেয়ে তার বাবা-মায়ের ওপর হামলা চালানো হয়। বর্তমানে তার বাবা কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন।

গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) উত্তম কুমার দাস বলেন, সকালের মারামারির পর সেখানে পুলিশ গিয়েছিল। আবারও সন্ধ্যায়

মারামারি হয়েছে এমন খবর পাওয়ার পরপরই সেখানে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। বর্তমানে এলাকা শান্ত রয়েছে। এ ঘটনায় মামলা দায়ের করলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মুজিবনগরে যুবদল নেতার উদ্যোগে ঈদ উপহার বিতরণ

মুজিবনগর উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক আবুল হাসানের পারিবারিক উদ্যোগে অসহায় মানুষের মাঝে ঈদ উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

বুধবার দুপুরে দারিয়াপুর ইউনিয়নের ৬০ জন অসহায় মানুষের মাঝে এসব ঈদ উপহার সামগ্রী বিতরণ করা হয়। ঈদকে সামনে রেখে সুবিধাবঞ্চিত মানুষ যাতে স্বাচ্ছন্দ্যে ঈদ উদযাপন করতে পারে, সে লক্ষ্যেই এ উদ্যোগ নেওয়া হয়।

আবুল হাসান জানান, তিনি প্রতি বছরই তার পরিবারের পক্ষ থেকে সামর্থ্য অনুযায়ী মানুষের পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেন। এবছরও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তিনি বলেন, “আমার ইউনিয়নসহ মুজিবনগর উপজেলার প্রতিটি মানুষ যেন সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে ঈদ পালন করতে পারে, সেটাই আমার প্রত্যাশা।”

এবারের ঈদ উপহার প্যাকেজে ছিল পোলাও চাল, ময়দা, চিনি, সাবান, আলু, রসুন, পেঁয়াজ ও সেমাই।

এ সময় তিনি বাংলাদেশের সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া-এর রুহের মাগফিরাত কামনায় সকলের কাছে দোয়া প্রার্থনা করেন।

এর আগে রমজান উপলক্ষে আবুল হাসানের পরিবারের পক্ষ থেকে ইউনিয়নের ৫০ জন অসহায় মানুষের মাঝে ইফতার সামগ্রীও বিতরণ করা হয়েছিল।

মেহেরপুরে গুম, খুন ও নির্যাতনের শিকার পরিবারের মাঝে আর্থিক সহায়তা বিতরণ

মেহেরপুরে গুম, খুন ও নির্যাতনের শিকার ব্যক্তিদের পরিবারের মাঝে প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক সহায়তা বিতরণ করা হয়েছে। বুধবার দুপুরে জেলা বিএনপির কার্যালয়ে এ সহায়তা প্রদান করা হয়।

অনুষ্ঠানে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সদস্যদের হাতে আর্থিক সহায়তা তুলে দেন।

এসময় তিনি বলেন, অতীতে যারা রাজনৈতিক সহিংসতার শিকার হয়েছেন, তাদের পরিবারের পাশে দাঁড়ানো সরকারের দায়িত্ব। বর্তমান উদ্যোগের মাধ্যমে সেই দায়িত্ব পালনের একটি প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

সহায়তা পেয়ে ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যরা সন্তোষ প্রকাশ করেন। স্বামী হত্যার শিকার মোছা. ফুল খাতুন বলেন, “প্রায় ১০ বছর আগে রাজনৈতিক দ্বন্দ্বের কারণে আমার স্বামীকে হত্যা করা হয়। এই সহায়তা পেয়ে আমি খুশি।”

অপর ভুক্তভোগী মোছা. কানচোনা বলেন, “২০১০ সালে আমার স্বামীকে হত্যা করা হয়। ঈদের সময় এ সহায়তা পেয়ে প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই।”

এসময় উপস্থিত ছিলেন বিএনপির সাবেক সহ-সভাপতি আনসারুল হক, সদর উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক সাহিদুল ইসলাম, পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক এহান উদ্দিন মনা, জেলা বিএনপির সাবেক সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক কাজী মিজান মেননসহ ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যরা।

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা ও দামুড়হুদায় বিএনপির দুই শীর্ষ নেতা বহিষ্কার

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) এর দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ ও দলীয় স্বার্থবিরোধী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকার অভিযোগে চুয়াডাঙ্গা জেলার দুইজন গুরুত্বপূর্ণ নেতাকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছে। গতকাল বুধবার চুয়াডাঙ্গা জেলা বিএনপির প্যাডে জেলা সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের যৌথ স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই সিদ্ধান্ত জানানো হয়।

বহিষ্কৃত দুজন নেতা হলেন আলমডাঙ্গা পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক জিল্লুর রহমান ওল্টু ও দামুড়হুদা উপজেলা বিএনপির সভাপতি মনিরুজ্জামান মনির।

বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের শৃঙ্খলা ভঙ্গ এবং বিভিন্ন দলীয় কর্মকাণ্ড বিরোধী কার্যকলাপে জড়িত থাকার অপরাধে জেলা বিএনপির সিদ্ধান্ত মোতাবেক এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। ১৮ মার্চ ২০২৬, সোমবার থেকে উল্লিখিত দুই নেতাকে তাদের স্ব-স্ব দলীয় পদসহ দলের সকল পর্যায়ের পদ থেকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তির সত্যতা নিশ্চিত করে জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক শফিকুল ইসলাম পিটু বলেন, দল থেকে তাদেরকে বার বার সতর্ক করার পরেও তারা দলীয় শৃঙ্খলা ভঙ্গ করেছে। যার ফলশ্রুতীতে এই আদেশ এসেছে।

কুষ্টিয়ার খোকসায় মোড়াগাছা- হাশিমপুর খাল পুনঃখনন কাজের

উদ্বোধন

সারা দেশব্যাপী নদী-নালা, খাল ও জলধারা খনন ও পুনঃখনন কর্মসূচির অংশ হিসেবে কুষ্টিয়ার খোকসা উপজেলায় মোড়াগাছা–হাশিমপুর খাল পুনঃখনন কাজের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে।

সোমবার (১৬ মার্চ) সকালে খোকসা উপজেলার মোড়াগাছা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ৩ কিলোমিটার দীর্ঘ মোড়াগাছা–হাশিমপুর খাল পুনঃখনন কাজের উদ্বোধন করা হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান এমপি।

এসময় দলীয় তিনি বলেন, দেশের নদী-নালা ও খাল পুনরুদ্ধার করা হলে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি, জলাবদ্ধতা নিরসন এবং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। প্রধানমন্ত্রী নির্দেশিত এই কর্মসূচির মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন এলাকায় খাল ও জলধারা পুনরুদ্ধারের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন কুষ্টিয়া-১ (দৌলতপুর) আসনের সংসদ সদস্য রেজা আহমেদ বাচ্চু মোল্লা এমপি, কুষ্টিয়া -৪ (খোকসা-কুমারখালি) আসনের সংসদ সদস্য আফজাল হোসেন এমপি, কুষ্টিয়া জেলা পরিষদের প্রশাসক অধ্যক্ষ সোহরাব উদ্দিন, কুষ্টিয়া জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য সৈয়দ মেহেদী আহম্মেদ রুমী, জেলা বিএনপি জাতীয় নির্বাহী কমিটির অন্যতম সদস্য ব্যারিস্টার রাগীব রউফ চৌধুরীসহ কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক, জেলা ও উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকর্তাসহ স্থানীয় রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

৩ কিলোমিটার দীর্ঘ মোড়াগাছা–হাশিমপুর খাল পুনঃখনন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর এবং এর আয়োজন করেছে জেলা প্রশাসন কুষ্টিয়া।

সংশ্লিষ্টরা জানান, খালটি পুনঃখনন সম্পন্ন হলে এলাকার পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা উন্নত হবে, কৃষি জমিতে সেচ সুবিধা বাড়বে এবং জলাবদ্ধতা কমে স্থানীয় পরিবেশ ও কৃষিতে ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে।

ঝিনাইদহ জেলা পরিষদের প্রশাসক হিসেবে দ্বায়িত্ব গ্রহণ করলেন এম এ মজিদ

ঝিনাইদহ জেলা পরিষদের প্রশাসক হিসেবে দ্বায়িত্ব গ্রহণ করেছেন জেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাডভোকেট এম এ মজিদ। আজ সোমবার (১৬ মার্চ) দুপুরে জেলা প্রশাসক আব্দুল্লাহ আল মাসউদ তাকে দ্বায়িত্ব বুঝিয়ে দেন। এ সময় পুলিশ সুপার মাহফুজ আফজাল, জেলা বিএনপি ও অঙ্গ সংগঠনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গতকাল রবিবার দেশের ৪২টি জেলায় জেলা পরিষদ প্রশাসক হিসেবে ৪২ জনকে নিয়োগ দিয়েছে সরকার। স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের জেলা পরিষদ শাখার উপসচিব খোন্দকার ফরহাদ আহম্মেদ রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে এ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি করেন।

ঝিনাইদহ প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ পান জেলা বিএনপির সভাপতি এম এ মজিদ। স্থানীয় সরকারের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন ও জেলার সার্বিক উন্নয়ন এগিয়ে নিতে সকলের সহযোগিতা কামনা করেছেন নবনিযুক্ত প্রশাসক মজিদ।

মেহেরপুর জেলা পরিষদের প্রশাসক হলেন জাভেদ মাসুদ মিল্টন

মেহেরপুর জেলা পরিষদের প্রশাসক হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন জেলা বিএনপির সভাপতি ও শিল্পপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন। স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগ থেকে জারি করা এক প্রজ্ঞাপনের মাধ্যমে তাকে এ দায়িত্ব প্রদান করা হয়েছে।

জাভেদ মাসুদ মিল্টনের বাড়ি মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ষোলটাকা গ্রামে। তিনি একাধিকবার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি আদম আলীর ছেলে। বর্তমানে তিনি মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।
রাজনৈতিক জীবনে দীর্ঘদিন ধরে সক্রিয় জাভেদ মাসুদ মিল্টন ছাত্রজীবন থেকেই জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরবর্তীতে জেলা বিএনপির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেন। এর আগে তিনি জেলা বিএনপির সিনিয়র সহসভাপতির দায়িত্বও পালন করেছেন।
রাজনীতির পাশাপাশি তিনি বিভিন্ন সামাজিক ও মানবিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গেও সম্পৃক্ত। এলাকার অসহায় ও দুস্থ মানুষের পাশে দাঁড়ানো, অসুস্থদের সহায়তা করা এবং বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের কারণে স্থানীয় মানুষের কাছে তিনি একজন মানবিক নেতা হিসেবে পরিচিত। তার এসব কর্মকাণ্ডের স্বীকৃতিস্বরূপ এলাকাবাসী তাকে ‘দানবীর’ উপাধিতেও ভূষিত করেছেন।
জেলা পরিষদের প্রশাসক হিসেবে তার নিয়োগকে ঘিরে জেলার রাজনৈতিক ও সামাজিক অঙ্গনে ব্যাপক আলোচনা সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক সংগঠন এবং দলীয় নেতাকর্মীরা তাকে ফুলেল শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন।
সরকারি প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়েছে, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করা এবং উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে গতিশীল করার লক্ষ্যে এ নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। এর মাধ্যমে জেলা পরিষদগুলোর প্রশাসনিক কার্যক্রম আরও কার্যকর ও গতিশীল হবে বলে আশা করা হচ্ছে। প্রজ্ঞাপনে আরও বলা হয়েছে, মেহেরপুর জেলা পরিষদের প্রশাসনিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে জাভেদ মাসুদ মিল্টনকে প্রশাসক হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি জেলা পরিষদের চলমান কার্যক্রম তদারকি ও পরিচালনা করবেন। শিগগিরই তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করবেন বলে জানা গেছে। তার নেতৃত্বে জেলা পরিষদের উন্নয়ন কার্যক্রম আরও বেগবান হবে—এমন প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন স্থানীয় নেতাকর্মী ও সাধারণ মানুষ।

মেহেরপুর পৌর আ. লীগের সভাপতি ইকবাল হোসেন বুলবুলের দাফন

সম্পন্ন

মেহেরপুর পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি ইকবাল হোসেন বুলবুলের দাফন সম্পন্ন হয়েছে। গতকাল শনিবার রাত ১০টার দিকে মেহেরপুর শহরের শহীদ শামসুজ্জোহা পার্কে তার জানাজা অনুষ্ঠিত হয়। পরে পৌর কবরস্থানে তাকে দাফন করা হয়।

শনিবার ভোরে ঢাকায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)।

ইকবাল হোসেন বুলবুল শহরের বোসপাড়ার জেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি ও সাবেক সংসদ সদস্য মরহুম ছহিউদ্দীন বিশ্বাসের মেজ ছেলে এবং সাবেক জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী ফরহাদ হোসেন দোদুলের মেজো ভাই।

জানাজায় প্যারোলে মুক্তি পেয়ে উপস্থিত হন জেলা যুবলীগের যুগ্ম আহ্বায়ক সরফরাজ হোসেন মৃদুল।

এ সময় আরও উপস্থিত ছিলেন ইকবাল হোসেন বুলবুলের বড় ভাই সহিদ সাদেক হোসেন (বাবুল), জেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট মিয়াজান আলী, জেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট ইব্রাহিম শাহিন, সদর উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট ইয়ারুল ইসলাম, জেলা স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাবেক আহ্বায়ক আরিফুল এনাম বকুল, সাবেক সংসদ সদস্য ও জেলা বিএনপির সাবেক সভাপতি মাসুদ অরুন, জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট কামরুল হাসান, পৌর বিএনপির সাবেক সভাপতি জাহাঙ্গীর বিশ্বাসসহ তার আত্মীয়-স্বজন ও বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ।

ঝিনাইদহে লাশ নিয়ে বিএনপির বিক্ষোভ, জামায়াতের দাবি

স্ট্রোকে মৃত্যু, গ্রেপ্তার ৩

ঝিনাইদহ সদর উপজেলার মাধবপুর গ্রামে বিএনপি ও জামায়াতের সংঘর্ষে নিহত কৃষকদল নেতা তরু মুন্সীর লাশ নিয়ে শহরে বিক্ষোভ মিছিল করেছে বিএনপি। অন্যদিকে স্ট্রোকে মৃত্যুর দাবি করে সংবাদ সম্মেলন করেছে জামায়াতে ইসলামী ঝিনাইদহ সদর শাখা।

শনিবার (১৪ মার্চ) বেলা ১২টার দিকে ঝিনাইদহ মর্গ থেকে ময়নাতদন্ত শেষে লাশ নিয়ে বিক্ষোভ মিছিল বের করে বিএনপি। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে হামদহ মোড়ে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে জেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাড. এম এ মজিদ, সাধারণ সম্পাদক জাহিদুজ্জামান মনা, দলটির নেতাকর্মী ছাড়াও নিহতের স্বজনরা বক্তব্য রাখেন।

সে সময় জেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাড. এম এ মজিদ বলেন, জামায়াত ও শিবিরের নেতাকর্মীরা কৃষকদল নেতা তরু মুন্সীকে মাথায় আঘাত করে বেধড়ক পিটিয়ে আহত করেছে। সিটি স্ক্যানে তার মাথায় আঘাতের ক্ষতচিহ্ন রয়েছে, যে কারণে তার মৃত্যু হয়েছে। তিনি আরও বলেন, তারা ইনসাফের লেবাস পরে করে বে-ইনসাফ। ওরা একটি বেইমান মুনাফেক দল। আমরা এই ন্যাক্কারজনক হত্যার বিচার চাই।

এদিকে তরু মুন্সীর মৃত্যু স্ট্রোকজনিত কারণে হয়েছে বলে দাবি করেছে জামায়াত।

শনিবার দুপুরে জেলা জামায়াতের কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এ দাবি করেন তারা। সংবাদ সম্মেলনে সদর উপজেলা জামায়াতের থানা আমীর ড. মো. হাবিবুর রহমান বলেন, মাধবপুর গ্রামে মহিলা জামায়াতের ইফতার মাহফিল ছিল। সেখানে বিএনপির লোকজন গিয়ে নারীদের মারধর ও শ্লীলতাহানি করে। যে কারণে স্থানীয় জামায়াত নেতাকর্মীদের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ হয়। এতে দুই পক্ষের বেশ কয়েকজন আহত হয়। তরু মুন্সীর গায়ে কেউ আঘাত করেনি। তিনি হার্টের রোগী, তার মৃত্যু স্ট্রোকজনিত কারণে হয়েছে বলে উল্লেখ করেন ড. হাবিবুর রহমান।

তিনি আরও বলেন, তরু মুন্সী শারীরিকভাবে অসুস্থ ছিলেন। মারামারির কারণে তিনি আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে স্ট্রোক করেন। যে কারণে তার মৃত্যু হয়েছে। এই মৃত্যু নিয়ে অপ-রাজনীতি করা হচ্ছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, বর্তমানে তাদের নেতাকর্মীদের ওপর হামলা ও দোকানপাট ভাঙচুর করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, শুক্রবার সকালে সদর উপজেলার মাধবপুর গ্রামে জামায়াতের মহিলা শাখার পক্ষ থেকে ইফতারের আয়োজন করা হয়। দুপুরে ইফতারের আয়োজন নিয়ে নারী কর্মীদের সঙ্গে স্থানীয় বিএনপি নেতাকর্মীদের বাকবিতণ্ডা হয়। এক পর্যায়ে মহিলা কর্মীদের পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে বিএনপি কর্মীদের সংঘর্ষ বেধে যায়। এতে উভয় পক্ষের অন্তত ৮ জন আহত হয়। তাদের উদ্ধার করে ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এদের মধ্যে কৃষকদল নেতা তরু মুন্সীর অবস্থা গুরুতর হলে তাকে ঢাকায় রেফার্ড করা হয়। সেখানে রাত ৮টার দিকে মারা যান তরু মুন্সী। নিহত তরু ইউনিয়ন কৃষকদলের সাংগঠনিক সম্পাদক ছিলেন।

এ বিষয়ে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার বিল্লাল হোসেন (অর্থ ও প্রশাসন) জানান, তরু মুন্সীর ছেলে শিপন মিয়া ৫১ জনকে আসামি করে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছেন এবং সেই মামলায় এ পর্যন্ত ৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

ঝিনাইদহে আহত বিএনপি কর্মীর মৃত্যু

ঝিনাইদহে জামায়াতের নারী কর্মীদের ইফতার ও দোয়া মাহফিলকে কেন্দ্র করে জামায়াত ও বিএনপির সংঘর্ষে আহত বিএনপি কর্মী তরু মিয়া (৪৮) ঢাকায় চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন।

শুক্রবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে সদর উপজেলার গান্না ইউনিয়নের মাধবপুর গ্রামে জামায়াতের নারী কর্মীদের সমাবেশ ও ইফতার মাহফিল পণ্ড করতে গিয়ে বিএনপি কর্মীদের সঙ্গে জামায়াতের নেতা-কর্মীদের সংঘর্ষ ঘটে। এতে উভয়পক্ষের অন্তত ৮ জন আহত হন।

বেলা সাড়ে ১২টার দিকে আহতদের ঝিনাইদহ ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হলে তরু মিয়ার অবস্থা শঙ্কাপন্ন হওয়ায় তাকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়। চিকিৎসাধীন অবস্থায় সন্ধ্যায় তরু মিয়া মারা যান।

নিহত তরু মিয়া মাধবপুর গ্রামের মৃত মনছুর আলীর ছেলে। প্রায় দুই

দশক তিনি প্রবাসে ছিলেন। পাঁচ মাস আগে দেশে ফিরে এসে তার ছেলে শিপন রহমান ইউনিয়ন ছাত্রদলের নেতা হওয়ায় তিনি বিএনপির রাজনীতিতে সক্রিয় হন।

ইউনিয়ন যুবদল নেতা আবু কালাম বলেন, “জামায়াতের হামলায় আমিসহ বিএনপির ৭ নেতা-কর্মী আহত হন। দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে তাদের ঝিনাইদহ ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে আনা হয়। তরু মিয়া মারাত্মক আহত ছিলেন। অবস্থা খারাপ হলে ডাক্তাররা তাকে ঢাকায় রেফার্ড করেন। ঢাকা মেডিকেলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাত ৮টার দিকে আইসিইউতে তার মৃত্যু হয়। মরদেহ অ্যাম্বুলেন্সে করে বাড়িতে আনা হচ্ছে।”

ঝিনাইদহের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (অর্থ ও প্রশাসন) শেখ বিল্লাল হোসেন বলেন, “আহত তরু মিয়া ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন। পুনরায় কোনো অনাকাঙ্খিত ঘটনা যাতে না ঘটে, সেই কারণে ওই এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ, র্যাব ও সেনাবাহিনীর সদস্যরা টহল দিচ্ছেন। সংঘর্ষের ঘটনাসহ সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে। ঘটনায় যথাযথ আইনী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।”